লোকনাথ ভট্টাচার্য : জীবনীপঞ্জি

প্রভাতকুমার দাস

১৯২৭ ৯ অক্টোবর চব্বিশ পরগণা জেলার ভাটপাড়ায় জন্ম। পিতা শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, মাতা কৃষ্ণদাসী দেবী।

১৯৩২ বাড়িতে হাতেখড়ি, অচিরে স্থানীয় অমরকৃষ্ণ পাঠশালায় ভর্তি করা হয় একই সময়ে বাড়ির টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার শুরু। একান্নবর্তী পরিবারে শরিকি কলহের কারণে, পিতামাতা ভাটপাড়া থেকে কলকাতায় এসে বসবাস করেন।

১৯৩৪ কলকাতায় কালীঘাটের কাছে সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৯৩৯ উপনয়ন।

১৯৪৩ সত্যভামা ইনস্টিটিউশন থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমেডিয়েট আর্টস-এ ভতি হন।

১৯৪৫ আই. এ. পাশ। শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে, ললিত কলা, ও নাটক-নৃত্য-সংগীত তথা রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডলে তাঁর মানসিক বিকাশ সংঘটিত হয়েছিল।

১৯৪৯ শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ডাকযোগে কবিতা পাঠাতেন, অল্প-পরিচিত দু-একটি পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠালেও প্রতিবারই সেগুলি অমনোনীত হয়ে ফিরে এসেছে, অমনোনয়নের কারণ নির্দেশ করে সম্পাদকীয় অভিমত সহ। অবশেষে 'কবিতা' পত্রিকায় আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬ পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর তিনটি কবিতা' বিকাল সন্ধ্যারাত, 'রাত'; 'প্রস্তুতি') এক সঙ্গে মুদ্রিত হয়। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় নাম্নী এক ভদ্রমহিলার অর্থে ও উদ্যমে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রচিত কবিতার সংকলন: 'আয়তি' প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রিত সেই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল লুপ্ত।

১৯৫০ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন প্রাইভেটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে ফরাসি শিক্ষার শুরু। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ এবং তাঁরই প্রেরণায়, তখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' অনুবাদ করেন কলকাতাবাসী দুজন বেলজিয়ান পাদ্রীর সহায়তায়।

১৯৫৩ জানুয়ারি ফরাসি সরকারের অধ্যয়ন বৃত্তিতে ফ্রান্সে-যাত্রা, পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট প্রার্থী হিসেবে গবেষণা শুরু, মূল বিষয় : ভাঙা সংস্কৃতে লিখিত ও পারির জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এক বৌদ্ধ ডাকিনীতন্ত্রের পুঁথির ফরাসি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত উপস্থাপন। গৌণ বিষয় : র‍্যাবো ও এলুয়ারের কাব্যে 'আমি' -র রূপ নিয়ে তুলনামূক আলোচনা।

হল্যান্ডের অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যয়নরত, সমবয়সী অশোক মিত্রর সঙ্গে পরিচয়, যা পরবর্তীকালে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

১৯৫৪ ফাঁস মঁতেরু-র সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পারিতে ভারতীয় ছাত্র যাঁরা কমিউনিস্ট সমর্থক, তাঁদের একজন হিসাবে বন্ধুমহলে পরিচিত হন। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী শীর্ষস্থানীয় ফরাসি লেখক শিল্পীদের অনেকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। আরাগঁ-র আহ্বানে তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লেত্র ফণ্যাসেজ' ও 'ইউরোপ' নামে অন্য একটি মাসিকে সূর্য সেনের ছদ্ম নামে লেখা তাঁর কবিতার ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। র‍্যাঁবোর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে, বুদ্ধদেব বসুর সহযোগিতায় নাভানা প্রকাশন তাঁর কৃত মূল ফরাসি থেকে অনূদিত র‍্যাঁবোর কবিতা 'নরকে এক ঋতু' নামে প্রকাশ করেন।

র‍্যাঁবোর জন্ম শতবর্ষ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কবির জন্মভূমি সালভিল্ -এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান, যেখানে প্রখ্যাত র‍্যাঁবো বিশেষজ্ঞ এনিড স্টার্কির সঙ্গে পরিচিত হন, তিনি লোকনাথকে অক্সফোর্ড বাংলায় র‍্যাঁবোর অনুবাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তার পূর্বেই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়।

১৯৫৬ ৯মার্চ পারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন। ২ মে ফ্রাঁস মতেরু সঙ্গে বিবাহ। শিলং-এ নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিতে নৃতাত্ত্বিক ড. ভিরিয়ার এলুয়িন-এর অধীনে গবেষণার কাজে যোগদান। কিন্তু মাস দেড়েক পরে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে পন্ডিচেরি চলে যান, সেখানে নবগঠিত ভারত সরকারের তথ্য বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৯৫৭ ৫ মার্চ কন্যা ঈশার জন্ম।

১৯৬০ দিল্লিস্থ আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর প্রধান পদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে যোগ দান করেন ফ্রাঁস, কয়েক মাস বাদে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে লোকনাথও দিল্লি চলে আসেন।

১৯৬১ দিল্লির ইউসিস-এর 'স্পান' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক পদে লোকনাথ নিযুক্ত হন। মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হয়ে দিল্লীতে থাকাকালীন অক্টাভিও পাজের সংগে পরিচয়।

১৯৬৩ সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক লোকনাথ কৃত মলিয়েরের 'তার্ত্যুফ' নাটকের অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ

১৯৬৫ দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমি কর্তক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান লিটারেচার'-এর সম্পাদক পদে যোগ দান। পিতার মৃত্যু। ফরাসি কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন এক দিগন্ত দিনান্তের প্রকাশ।

১৯৬৬ অশোক মিত্রর মাধ্যমে আতাউর রহমানের সঙ্গে প্রথমে পত্রালাপ ও পরে সে পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় এসময় থেকে তাঁর কবিতা প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস নাটক ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে, অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'উত্তরসূরি' ও নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগে অনেক লেখা প্রকাশের সুযোগ ঘটে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভোর ও 'যত দ্বার তত অরণ্য'।

১৯৬৭ 'দুয়েকটি ঘর দুয়েকটি স্বর' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬৮ মই ময়ূর মন কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। দিল্লিতে থাকতেই নাটকের প্রতি তার গভীর আগ্রহ দেখা দেয়, শম্ভু মিত্রর উৎসাহে তাঁর লেখা নাটক 'শ্রী শ্রী

কালীমাতা রেশন ভান্ডার',‘বহুরূপী’ পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ গান্ধি জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে মূল ফরাসি থেকে রঁমা রঁলার ভারত ডায়েরির নির্বাচিত অংশ গান্ধি : রঁমা রঁলার দৃষ্টিতে শীর্ষক গ্রন্থটি সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। স্বেচ্ছায় কলকাতার সাহিত্য আকাদেমিরই আঞ্চলিক দপ্তরে বদলি হয়ে আসেন। ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৭৬) তাঁর ‘কাক’ নাটকটি প্রকাশিত হয়, এখনও অগ্রন্থিত। হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ প্রকাশ।

১৯৭০ জানুয়ারি মাসে ‘পরিচয়’ (পৌষ ১৩৭৬) পত্রিকায় তাঁর ‘ঠাকুর যাবে বিসর্জন’ নাটকটি প্রকাশিত হয়, এখনও অগ্রন্থিত। ‘বহুরূপী’ পত্রিকার (সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) তাঁর ‘বাঘের চোখ’ নাটকটি প্রকাশিত হয়, এখনও অগ্রন্থিত।

১৯৭১ কলকাতায় উত্তরোত্তর নকশাল আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠায়, সাহিত্য অকাদেমীর কেন্দ্রীয় দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন। পত্নী ফ্রাঁসের নেহরু বিশ্ববিদ্যলয় অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্তি।

চক্র নাট্য গ্রন্থে প্রকাশ কলকাতায়। ৩১ অক্টোবর নাটকটি হিন্দিতে মঞ্চস্থ হয় হিন্দি হাইস্কুল রঙ্গমঞ্চে। প্রযোজনা : আদাকার পরিচালনা : কৃষ্ণ কুমার; আলো : তাপস সেন।

১৯৭২ সাহিত্য আকাদেমি থেকে দিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের অন্যতম ডেপুটি ডিরেক্টর পদে যোগদান। বাবুঘাটের কুমারী মাছ উপন্যাস - গ্রন্থ এবং গোধূলিতে জ্যামিতি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ‘বহুরূপী’ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ‘এক রাত্রি, এক নারী’ নাটকের প্রকাশ, সেটি এখনো অগ্রন্থিত।

১৯৭৩ প্রেম ও পাথর গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৭৪ ভারত সরকারের ‘সাংস্কৃতিক বিনিময়’ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও ফ্রান্সে ভ্রমণ। ফ্রান্সে কবি রণে শার ও আরি মিশোর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। মিশোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এর পরে।

১৯৭৫ ঘর কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ দিল্লি থেকে।

১৯৭৬ মিশোর উদ্যমে ঘর কাব্যগ্রন্থের একটা বড় অংশ ফরাসি অনুবাদে প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে। এই সূচনার ফল পরবর্তী কালে অন্তত বিশটি গ্রন্থ ফরাসিতে অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ খুনের শিল্পের ঢাকবাদ্যি, তিক্ততার এই রঙে জন্ম; এবং দেকার্তের পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা অনুবাদে।

১৯৭৮ পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, পত্নী ফাঁস-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা পদে যোগদান ও ভারত ত্যাগ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কর্মসূত্রে ইওনেস্কোর আমন্ত্রণে জাপান যাত্রা।

১৯৮২ বছরের শুরুতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর পদে মনোনীত হন।

১৯৮৩ থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায় গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৮৪ অক্টোবর মাসে পারিতে মিশোর মৃত্যু।

১৯৮৫ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৮৬ ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তক ছ'মাসের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে পারিতে গমন– মিশোর রচনার বাংলা অনুবাদ করার জন্য; সে কাজ শেষ হলে দিল্লির বাসস্থানে ফিরে আসেন। বিশেষ এক আমন্ত্রণে মহিশূরে থাকার সময় ‘করেছ এ কি সন্ন্যাসী উপন্যাসটি লেখেন। ‘এবং মুশায়েরা’-র বর্তমান সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত।

১৯৮৭ সাহিত্য অকাদেমি থেকে সার্ত্র রচিত গ্রন্থের শব্দ শিরোনামে প্রকাশ।

১৯৮৮ দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফ্রাঁসের পিতা জর্জ মিতেরুর প্রয়াণ।

১৯৮৯ অ্যাঁরি মিশো : একস্তম্ভ শিলা গ্রন্থের প্রকাশ সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে।

১৯৯০ কলকাতায় লোকনাথের মাতা কৃষ্ণদাসী দেবীর প্রয়াণ।

১৯৯১ সাহিত্য কীর্তির জন্য ফরাসি সরকার প্রদত্ত ‘অফিসার দেন আর্টস য়েট দেম লেটার্স’ সম্মানে ভূষিত হন।

১৯৯২ কলকাতায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈদ্যনাথের মৃত্যু।

১৯৯৬ ‘এবং মুশায়েরা-র’ সম্পাদক সুবল সামন্ত-র সঙ্গে পত্রালাপ, পরবর্তীকালে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশে আলোচ্য পত্রিকা বিশেষভাবে উৎসাহী হয়।

১৯৯৭ অশ্বমেধ উপন্যাস ও অতি বিশিষ্ট অন্ধজন কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ

১৯৯৮ গঙ্গাবতরণ উপন্যাস ও আপনার কীর্তি ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯৯ ২৫ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স সরকার লোকনাথ ভট্টাচার্যকে “COMMANDEUR DEL'ORDREDES ARTSETDESLETTRES” সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৯৯ ১৮ই মার্চ পারীর বইমেলা উপলক্ষে প্রতি বছরের ঘোষিত প্রখ্যাত FRANCE CULTURE পুরস্কারটি বিদেশী সাহিত্যের জন্য লোকনাথ ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়।

২০০০ করেছ একি সন্নাসী উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে এবং মুশায়েরা থেকে প্রকাশিত হয়।

২০০১ ২০ মার্চ মিশরের কায়রোতে সাহিত্যসভায় যোগ দিতে যান। সেখানে মোটর কার দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পর এবং মুশায়েরা প্রকাশনী থেকে লোকনাথ ভট্টাচার্যের রচনাবলী প্রকাশ শরু হয়।